সিয়াম
সিয়ামের প্রস্তুতি
ও মাসায়েল

আবদুস শহীদ নাসিম

সিয়াম

সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল

আবদুস শহীদ নাসিম

বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি
BORNALI BOOK CENTER-BBC

সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল

লেখক
আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN: 978-984-645-102-3
BBCP: 21

প্রকাশক
বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি
ঢাকা, বাংলাদেশ

মোবাইল: ০১৭৪৫২৮২৩৮৬, ০১৭৫৩৪২২২৯৬

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ: মে ২০১৬

SIAM: SIAMER PROSTUTI O MASAYEL

Author
Abdus Shaheed Naseem

Publisher
Bornali Book Center-BBC

Mobile: 01745282386, 01753422296.

Print
1st Print: May 2016

দাম: ৩০.০০ টাকা মাত্র
Price: Tk. 30.00 Only

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০২.	রমযানে কোথায় অবস্থান করবেন তা আগেই স্থির করুন	১৮
০৩.	সিয়াম পালনে পরিবারের সদস্যদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন	১৮
০৪.	আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজ-বন্ধুদের সচেতন করুন	১৯
০৫.	অফিস-আদালত ও কাজ-কর্মের সময় পুন:নির্ধারণ করুন	১৯
০৬.	প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন	১৯
০৭.	বাজার স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে উদ্যোগ নিন	২০
০৮.	সিয়াম পালনের উপযোগী পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিন	২০
০৯.	মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন	২০
১০.	মসজিদে তারাবিহ্ বা রাতের নামাযের সুব্যবস্থা করুন	২১
১১.	মাহে রমযানের স্বাগত জানান	২১
১২.	সাহ্‌রিতে ঘুম থেকে জাগরণের ব্যবস্থা করুন	২২
১৩.	কুরআন মজিদ অর্থসহ অন্তত একবার পাঠ করুন	২২
১৪.	হাদিস ও বিশুদ্ধ ইসলামি বই পড়ুন	২৩
১৫.	প্রথম রোযাকে পুণ্যশীলতায় সমৃদ্ধ করুন	২৩
১৬.	মসজিদগুলোতে প্রতিদিন ইফতারি আয়োজন করুন	২৩
১৭.	নিজ উদ্যোগে রোযাদারদের ইফতার করুন	২৪
১৮.	নিয়মিত কিয়ামুল লাইল বা তারাবিহ্‌তে শরিক হোন	২৪
১৯.	পুরো মাসে বেশি বেশি দান-সদকা করুন	২৪
২০.	রমযান মাসেই যাকাত আদায় করার চেষ্টা করুন	২৪
২১.	চাকর-চাকরানী ও কর্মচারীদের কার্যভার যতোটা সম্ভব হালকা করে দিন	২৪
২২.	বেশি বেশি মানব সেবা করার চেষ্টা করুন	২৪
২৩.	ঝগড়া-বিবাদ ও হানাহানি থেকে বিরত থাকুন	২৪
২৪.	কাউকে গালি দেবেন না	২৪
২৫.	মিথ্যা, অসত্য, অন্যায়, প্রতারণা ও ধোকাবাজি পরিহার করুন	২৪
২৬.	হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ও দ্বিমুখী নীতি পরিহার করুন	২৪
২৭.	ভালো কাজে সহযোগিতা করুন এবং উদ্বুদ্ধ করুন	২৪
২৮.	সম্ভাব্য সকল উপায়ে মন্দ কাজে বাধা দিন এবং ঘৃণা করুন	২৪
২৯.	খাদ্য দ্রব্যের দাম কমাতে ভূমিকা পালন করুন	২৪
৩০.	খাদ্য দ্রব্য ভেজালমুক্ত রাখতে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন	২৫
৩১.	সামাজিকভাবে আলোচনা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করুন	২৫
৩২.	মসজিদগুলোতে ইফতারের সময় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করুন	২৫
৩৩.	রমযান মাসেই আপনার সন্তানদের কুরআন পাঠ শিক্ষা দিন	২৫

•••

এটি বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি কর্তৃক রাজধানীর বিয়াম (BIAM) অডিটরিয়ামে আয়োজিত মাসিক আলোচনা সভায় লেখকের প্রদত্ত বক্তব্যের পুস্তিকা।

এটি ২০ মে ২০১৬ তারিখে উপস্থাপিত বক্তব্য। তবে পুস্তিকা আকারে প্রকাশের সময় ১২ জুন ২০১৫ তারিখে প্রদত্ত বক্তব্যের পুস্তিকাটিও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে এবারের বক্তব্যের সাথে প্রথমে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

ফলে এ পুস্তিকার তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়টি ২০১৫ সালের বক্তব্য। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় এ বছর অর্থাৎ ২০ মে ২০১৬ সালের বক্তব্য।

আবদুস শহীদ নাসিম
মে ২০১৬

بِسْمِ اللّٰــهِ الرَّحْمَــٰنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

কুরআন ও রমযান

রমযান মাস কুরআন নাযিলের মাস। কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, রমযান মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছেঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ •

অর্থঃ রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন। (আল কুরআন ২:১৮৫)

পুরো রমযান মাসব্যাপী রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ মাসে কুরআন নাযিল হবার কারণেই।

রমযান মাস, কদর রাত এবং রমযান মাসের রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের যতো মর্যাদা- এসবই এ মাসে কুরআন নাযিল হবার কারণে।

তাই আজকের আলোচনায় আমরা মূলত তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে চাইঃ

১. মাহে রমযানের মর্যাদা ও মর্যাদার কারণ,
২. এ মাসে সিয়াম পালনের উদ্দেশ্য এবং
৩. এ মাস থেকে ফায়দা লাভের উপায়।

● মাহে রমযানের মর্যাদা ও মর্যাদার কারণ

স্বয়ং কুরআন মজিদেই মাহে রমযানের মর্যাদার কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ পাকের কালাম থেকে মাহে রমযানের কয়েকটি মর্যাদা উল্লেখ করা হলোঃ

১. কুরআন নাযিলের মাসঃ রমযান মাসের মর্যাদার মূল কারণ, এ মাসে কুরআন মজিদ নাযিল করা হয়েছেঃ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

অর্থঃ রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন। (আল কুরআন ২: ১৮৫)

হাদিস থেকে জানা যায় কুরআন নাযিল হয়েছে এ মাসের ২১,২৩,২৫,২৭ অথবা ২৯ তারিখে।

২. লাইলাতুল কদর-এর মাসঃ মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআন নাযিল হয়েছে লাইলাতুল কদরেঃ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"আমরা এটি (কুরআন) নাযিল করেছি কদর রাতে।" (আল কুরআন ৯৭:১)

কদর মানেঃ ১. মর্যাদা, ২. তকদির বা ফায়সালা, ৩. শক্তি বা ক্ষমতা।

সুতরাং এ রাত হলো, মর্যাদার রাত, ভাগ্যবণ্টন বা ফায়সালার রাত এবং শক্তিশালী রাত।

৩. হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাতওয়ালা মাসঃ এ মাসেই রয়েছে এমন একটি রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তমঃ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ • لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ •

অর্থঃ "তুমি কী করে জানবে 'কদর রাত' কী? কদর রাত উত্তম ও কল্যাণময় হাজার মাসের চেয়ে।" (আল কুরআন ৯৭: ২-৩)

৪. মুবারক রাতের মাসঃ এ মাসেই রয়েছে এক বরকতময় (মোবারক) রাতঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ •

অর্থঃ আমরা এটিকে (এ কুরআনকে) নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে। আমরা তো সতর্ককারী। (আল কুরআন ৪৪: ৩)

৫. ফায়সালার রাতওয়ালা মাস : এ মাসেই রয়েছে ফায়সালার রাতঃ

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ •أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا •

অর্থঃ সেই রাতে প্রতিটি বিষয় ফায়সালা করা হয় বিজ্ঞতার সাথে, আমাদের নির্দেশক্রমে। (আল কুরআন ৪৪: ৪-৫)

৬. জিবরিল ও ফেরেশতাগণের অবতরণের রাতের মাসঃ

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا • (আল কুরআন ৯৭: ৪)

অর্থঃ নাযিল হয় ফেরেশতাকুল এবং রূহ (জিবরিল) সে রাত্রে।

৭. রহমত বিতরণের রাতের মাসঃ

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ • رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ •

অর্থঃ আমাদের নির্দেশক্রমে। আমরা তো রসূল পাঠিয়ে থাকি, তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে। (আল কুরআন ৪৪: ৫-৬)

৮. শান্তির রাতের মাসঃ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থঃ শান্তিময় পুরো সে রাত ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। (আল কুরআন ৯৭: ৫)

৯. মানবজাতির মুক্তির দিশারি অবতীর্ণের মাসঃ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

অর্থ: তাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন, যা মানবজাতির জন্যে 'জীবন যাপনের পথ ও মুক্তির দিশারি।' (আল কুরআন ২:১৮৫)

১০. সত্য-সঠিক পথের প্রমাণ নাযিলের মাস: وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

অর্থ: এবং (এ কুরআন) জীবন যাপনের পথ হিসেবে সুস্পষ্ট প্রমাণ। (২: ১৮৫)

১১. সত্য-মিথ্যা যাচাইর মানদণ্ড (criterion) নাযিলের মাস: وَالْفُرْقَانِ .

অর্থ: আর (এ মাসে নাযিলকৃত কুরআন ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায়, সঠিক-বেঠিক, এবং সত্যাসত্যের) অকাট্য মানদন্ড (criterion)। (আল কুরআন ২:১৮৫)

১২. সিয়াম সাধনার মাস : فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থ: সুতরাং তোমাদের যে কেউ এ মাসের সাক্ষাত লাভ করবে, তাকে অবশ্যি পুরো (রমযান) মাসটিতে রোযা পালন করতে হবে। (আল কুরআন ২:১৮৫)

এগুলো গেলো আল্লাহর বাণী। এখন আমরা এ প্রসংগে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করছি।

১৩. আকাশের দরজা উন্মুক্ত রাখার মাস :

إِذَا دَخَلَ رَمْضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ ....•

অর্থ: "যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে, তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়......।" (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

১৪. জান্নাতের দুয়ারসমূহ খুলে রাখার মাস :

إِذَا دَخَلَ رَمْضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ .... •

অর্থ: "যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে, তখন জান্নাতের দুয়ারগুলো খুলে দেয়া হয়......।" (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

১৫. রহমতের দুয়ার খোলা রাখার মাস :

إِذَا دَخَلَ رَمْضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ .... •

অর্থ: "যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে, তখন রহমতের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয়।" (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

১৬. জাহান্নামের দুয়ার বন্ধ রাখার মাস :

إِذَا دَخَلَ رَمْضَانُ غُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ .... •

অর্থ: "যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে, তখন জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়।" (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

১৭. অতীতের গুনাহ্ মাফ করে দেয়ার মাস: প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ •

অর্থ: "যে কেউ ঈমান ও আশা নিয়ে রমযানের রোযা রাখবে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। যে কেউ ঈমান ও আশা নিয়ে রমযানের রাতগুলোতে (ইবাদতে) দাঁড়াবে তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। যে কেউ ঈমান ও আশা নিয়ে কদর রাত (ইবাদতে) কাটাবে তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" (সহীহ্ বুখারি ও মুসলিম)

● রমযানের পুরো এক মাস সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য কি?

রমযানের পুরো একমাস রোযা রাখার উদ্দেশ্য প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন:

১. আল্লাহর সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন হওয়ার উদ্দেশ্যে:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: তোমাদের জন্যে লিখে (ফরয করে) দেয়া হয়েছে সওম (রোযা), যেভাবে লিখে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্বেকার লোকেদের জন্যে, যাতে করে তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে সতর্ক হও। (আল কুরআন ২: ১৮৩)

২. আল্লাহ প্রদত্ত গাইডেন্সের মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও প্রকাশের উদ্দেশ্য:

وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ •

অর্থ: এবং যাতে করে (কুরআন নাযিল করে তোমাদের জীবন যাপন ব্যবস্থা প্রদানের জন্যে) তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো। (আল কুরআন ২:১৮৫)

৩. কুরআন নাযিলের জন্যে আল্লাহর শোকরিয়া আদায়ের উদ্দশ্যে:

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ •

"আর যেনো তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।" (আল কুরআন ২:১৮৫)

অর্থাৎ কুরআন নাযিল করে তোমাদের সামনে সত্য-মিথ্যার পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং সত্য ও মুক্তির পথ প্রমাণসহ স্পষ্ট করে দেয়ার জন্যে তোমরা পুরো রমযান মাস সিয়াম পালন করে আল্লাহর শোকর আদায় করো।

● রমযান মাস থেকে ফায়দা লাভের উপায়

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাস থেকে ফায়দা লাভের উপায় বলে দিয়েছেন। সেগুলো হলোঃ

١. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَلَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه •

১. যে ব্যক্তি ঈমান ও আশা নিয়ে রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারি ও মুসলিমঃ আবু হুরাইরা রা.)

٢. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَلَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه •

২. যে ব্যক্তি ঈমান ও আশা নিয়ে রমযানের রাতে সালাতে দাঁড়াবে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারি ও মুসলিমঃ আবু হুরাইরা রা.)

٣. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَلَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه •

৩. যে ব্যক্তি ঈমান ও আশা নিয়ে কদর রাতে সালাতে দাঁড়াবে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারি ও মুসলিমঃ আবু হুরাইরা রা.)

٤. اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِه •

৪. আল্লাহ বলেনঃ রোযা আমার জন্যে এবং আমিই এর পুরস্কার দেবো। (বুখারি)

٥. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِه وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ •

৫. রোযাদারের জন্যে দুটি আনন্দের সময়ঃ একটি আনন্দ ইফতারের সময়, আরেকটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারি ও মুসলিমঃ আবু হুরাইরা রা.)

٦. اَلصِّيَامُ وَالْقُرْانُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ •

৬. রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। (বায়হাকিঃ ইবনে উমর রা.)

٧. شَهْرُ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ •

৭. রমযান মাস একটি বরকতময় মাস। (বায়হাকি)

٨. مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاه

৮. যে ব্যক্তি রমযান মাসে একটি ভালো কাজ করে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চাইবে, সে অন্য সময়ের একটি ফরয আদায়কারীর সমতুল্য। (বায়হাকি)

٩. وَمَنْ اَدَّى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاه •

৯. যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আদায় করবে, সে অন্য সময়ের সত্তরটি ফরয আদায়কারীর সমতুল্য। (সালমান ফারেসিঃ বায়হাকি)

١٠. هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ •

১০. এ মাস সবরের মাস, আর সবরের পুরস্কার হলো, জান্নাত। (বায়হাকি)

١١. هُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ •

১১. এ মাস (মুসলিমদের মধ্যে) পারস্পারিক সম্প্রীতির মাস। (বায়হাকি)

١٢. هُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ •

১২. এ মাসে মুমিনদের জীবিকা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (সালমান ফারেসি: বায়হাকি)

١٣. هُوَ شَهْرٌ اَوَّلُه رَحْمَةٌ وَ وَاسِطَتُه مَغْفِرَةٌ وَاخِرُه عِتْقٌ مِنَ النَّارِ

১৩. এটি সেই মাস, যার প্রথম ভাগ রহমতের, মধ্যভাগ ক্ষমার এবং শেষ ভাগ জাহান্নাম থেকে মুক্তির। (সালমান ফারেসি: বায়হাকি)

١٤. الصَّوْمُ جُنَّةٌ •

১৪. রোযা একটি ঢাল। (বুখারি ও মুসলিম)

١٥. اِنَّ النَّبِيَّ صـــ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ •

১৫. ইফতার করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: হে আল্লাহ! তোমার জন্যে রোযা রেখেছি আর তোমার দেয়া জীবিকা দিয়েই ইফতার করছি। (আবু দাউদ: মুরসাল)

١٦. مَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُو الفِطْرَ •

১৬. মানুষ কল্যাণের উপর থাকবে, যতোদিন তারা দ্রুত ইফতার করবে। (বুখারি)

١٧. تَسَحَّرُوا فَاِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةٌ •

১৭. তোমরা সাহরি খাও, কারণ সাহরিতে বরকত রয়েছে। (বুখারি ও মুসলিম)

١٨. مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَه فَاِنَّمَا اَطْعَمَه اللّٰهُ وَسَقَاه •

১৮. যে ব্যক্তি রোযা থাকার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে ফেলে, সে যেনো রোযা পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (বুখারি ও মুসলিম)

١٩. رَأَيْتُ النَّبِيَّ صـــ وَلاَ اُحْصِي يَتَسوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ •

১৯. আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা রেখে কতোবার যে মেসওয়াক করতে দেখেছি! (তিরমিযি)

٢٠. مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلِ بِه فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ فى اَنْ يَّدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَه •

২০. যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) মিথ্যা কথা ও কাজ ছাড়তে পারলোনা, তার পানাহার ত্যাগের কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই। (বুখারিঃ আবু হুরাইরা রা.)

٢١. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَه سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ •

২১. যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা থাকলো, তারপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা তার অনুগামী করলো, সে যেনো পুরো বছর রোযা থাকলো। (মুসলিমঃ আবু আইউব রা.)

٢٢. اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَاَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ •

২২. রমযানের বাইরে সর্বোত্তম রোযা হলো আল্লাহর প্রিয় মাস মহররম মাসের রোযা, এবং ফরয নামায ছাড়া সর্বোত্তম নামায হলো রাতের নামায। (মুসলিম)

٢٣. كَانَ النَّبِىُّ صـــ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ اَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ •

২৩. রমযান মাস এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থীকে দান করতেন। (বায়হাকিঃ ইবনে আব্বাস রা.) *

•••

* এটি ১২ জুন ২০১৫ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে প্রদত্ত লেখকের বক্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিয়ামের প্রস্তুতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন

• সিয়াম পালনের সংকল্প

১. সাওম -এর অর্থ

'সিয়াম' শব্দটি বহুবচন। এক বচনে 'সাওম'। সাওম মানে- সংযম অবলম্বন করা, নিবৃত্ত হওয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ করা, বাক সংবরণ করা।

'সাওম'কে ফারসি ভাষায় বলা হয়- 'রোযা'। ফার্সিয়ান মুসলিমরা দীর্ঘদিন আমাদের এই অঞ্চল শাসন করার কারণে আমাদের দেশে বহু ফারসি শব্দ প্রচলিত হয়ে গেছে। যেমনঃ নামায, রোযা, বন্দেগি, বান্দা, মুনাজাত, ফরিয়াদ, বেহেশত, দোযখ, পুলসিরাত, আমলনামা, জায়নামায, ঈদগাহ্, দরগাহ, খানকাহ, পীর, দরবেশ। কুরআনে ব্যবহৃত আরবি সাওম এবং সিয়াম শব্দই ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ জনগণ যেহেতু 'নামায' 'রোযার' সাথেই বেশি পরিচিত, সেকারণে আমরা রোযা শব্দও ব্যবহার করবো।

২. সিয়ামের উচ্চ মর্যাদা

সিয়ামের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ আদম সন্তানের সকল কাজই তার নিজের জন্যে। কেবল রোযা ব্যতিত। রোযা আমার জন্য। আর আমিই তার প্রতিদান দেবো। (হাদিসটির কুদসী অংশ এখানে শেষ। পরবর্তী অংশ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের উক্তি): আর রোযা একটি ঢাল। তোমাদের কেউ যেদিন রোযা রাখবে, সেদিন সে যেনো কোনো অশ্লীল কথা না বলে, চিৎকার না করে এবং অভদ্র আচরণ না করে। কেউ যদি তাকে গালাগাল করে বা তার সাথে মারামারি করতে আসে, তবে সে যেনো দু'বার বলেঃ 'আমি রোযা রেখেছি।' মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতে, সেই আল্লাহর কসম, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ (রোযার কারণে সৃষ্ট গন্ধ) কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধির চেয়েও সুগন্ধিপূর্ণ। আর রোযাদারের দুটো আনন্দঃ যখন ইফতার করে, তখন ইফতার করার আনন্দ, আর যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন রোযার কারণে আনন্দ লাভ করবে। (আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী)

২. বুখারি ও আবু দাউদে বর্ণিতঃ "রোযা একটি ঢাল। তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখবে, তখন সে যেনো অশ্লীল কথা না বলে ও অভদ্র আচরণ না করে। কেউ যদি তার সাথে মারামারি বা গালাগালি করতে আসে, তবে সে

যেনো দু'বার বলে: 'আমি রোযাদার।' যে আল্লাহর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর কসম: রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও পবিত্র। সে আমার উদ্দেশ্যেই তার পানাহার ও যৌনাচার বর্জন করে। রোযা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেবো। আর প্রত্যেক সৎ কাজের প্রতিদান তার দশগুণ।" (বুখারি ও আবু দাউদ)

৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে: হে আমার প্রভু! ওকে আমি দিনের বেলা পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে: ওকে আমি রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। অত:পর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (আহমদ)

৪. আবু উমামা রা. বর্ণনা করেছেন: আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম: আমাকে এমন একটা কাজের আদেশ দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন: তোমার রোযা রাখা উচিত। এর সমতুল্য কিছুই নেই। এরপর আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি আবারও বললেন: তোমার রোযা রাখা উচিত। (আহমদ, নাসায়ী)

৫. আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো বান্দা আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখলেই সেদিনের বিনিময়ে আল্লাহ তার কাছ থেকে দোযখকে সত্তর বছর দূরে নিয়ে যান। (আবু দাউদ ব্যতিত সকল সহীহ হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত)

৬. সাহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন বলা হবে রোযাদাররা কোথায়? অতপর যখন সর্বশেষ রোযাদার প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। (বুখারি ও মুসলিম)

৩. পূর্ণ রমযান মাস সিয়াম পালনের নির্দেশ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ

مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥

অর্থ: রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন, যা মানবজাতির জন্যে 'জীবন যাপনের ব্যবস্থা' এবং জীবন যাপন ব্যবস্থা হিসেবে সুস্পষ্ট, আর (এ কুরআন ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায়, সঠিক-বেঠিক, এবং সত্যাসত্যের) অকাট্য মানদন্ড (criterion)। সুতরাং তোমাদের যে কেউ এ মাসের সাক্ষাত লাভ করবে, তাকে অবশ্যি পুরো (রমযান) মাসটিতে সওম পালন করতে হবে। তবে কেউ রোগাক্রান্ত হলে, অথবা সফরে-ভ্রমণে থাকলে (সে সওম পালন থেকে বিরত থাকতে পারে, কিন্তু) তাকে অন্য সময় (সওম পালন করে) সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে (তাঁর বিধান) সহজ করে দিতে চান এবং তিনি তোমাদের জন্যে (তাঁর বিধান) কঠিন-কষ্টকর করতে চান না। (তিনি চান) তোমরা যেনো (সওমের) সংখ্যা পূর্ণ করো এবং (কুরআন নাযিল করে তোমাদের জীবন যাপন ব্যবস্থা প্রদানের জন্যে) তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। (আল কুরআন ২: ১৮৫)

৪. সিয়াম মাসব্যাপী পালনের এক পবিত্র কালচারাল অনুষ্ঠান

মাহে রমযান মুসলিম সমাজের এক পবিত্র, প্রাণচঞ্চল মহোত্তম উৎসব। চন্দ্র মাস রমযান ব্যাপী পালিত হয় এ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান কোনো বিশেষ জাতিগোষ্ঠী, ভাষাভাষী বা নৃ-গোষ্ঠীর আঞ্চলিক কিংবা জাতীয় অনুষ্ঠান নয়। এ অনুষ্ঠান দেড় হাজার বছর থেকে প্রচলিত এক অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অনুষ্ঠান। বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসীরা প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে মাসব্যাপী এ অনুষ্ঠান উদযাপন করেন। মাসব্যাপী এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ও কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে:

০১. বিশ্বব্যাপী সমগ্র বিশ্বাসীদের অংশগ্রহণ।
০২. চন্দ্র দর্শন উৎসব।
০৩. দীর্ঘ কুরআন আবৃত্তির প্রশান্তিময় তারাবিহ অনুষ্ঠান।
০৪. রাতের দ্বিতীয়ার্ধে জাগৃতি, সালাত আদায় এবং সাহরি গ্রহণের অনুষ্ঠান।
০৫. ঘরে ঘরে, হাটে বাজারে, হোটেল রেঁস্তোরায় ইফতার সামগ্রি তৈরি ও পরিবেশনের ধুমধাম।

০৬. সূর্যাস্ত কেন্দ্রিক আনন্দঘন ইফতারি অনুষ্ঠান।
০৭. হৃদয় নিংড়ানো ইফতারি আপ্যায়নের সক্রিয় তৎপরতা।
০৮. গোপনে প্রকাশ্যে দান-সদকার অনাবিল ফলগুধারা।
০৯. দুঃস্থ, অসহায়, অভাবী ও এতিমদের সহযোগিতায় বিশেষ তৎপরতা।
১০. পাপ বর্জন ও পুণ্যার্জনের উদ্যোমী প্রতিযোগিতা।
১১. পরম দয়াময় প্রভুর ইবাদতে বিশেষ মনোযোগ।
১২. পরম দয়াময় প্রভুর নিকট প্রার্থনা এবং তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়ার প্রতিযোগিতা।
১৩. অতীত পাপ মোচনের জন্যে প্রভুর দরবারে বিনীত হৃদয়ে বারবার অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা।
১৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্যে নিরবিচ্ছিন্ন রোনাজারি।
১৫. জান্নাত লাভের অশান্ত আকুতি।
১৬. মাসব্যাপী পালিত কর্মসূচি সমূহের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতি।
১৭. দুঃস্থ, অসহায়, অভাবী ও এতিমদের ঈদের আনন্দে শরিক করার বিশেষ কর্মসূচি পালনে স্বগত তৎপরতা।
১৮. হাজার মাসের চাইতে উত্তম লাইলাতুল কদর অন্বেষণে রাত জেগে জেগে ইবাদত বন্দেগি, প্রার্থনা ও কুরআন তিলাওয়াত।
১৯. কুরআন নাযিলের মাস হিসেবে পুরো মাস অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন অধ্যয়ন ও মানুষের কাছে কুরআনের বার্তা পৌঁছানো।
২০. মাসব্যাপী পালিত কর্মসূচি সমূহের সমাপ্তি অনুষ্ঠান ঈদুল ফিতর উদযাপন।

৫. মাসব্যাপী সিয়াম পালনের সংকল্প গ্রহণ

একজন মুসলিমকে আগে থেকেই রমযান মাসব্যাপী সিয়াম পালনের সংকল্প গ্রহণ করতে হয়। এ মাসের মহাকল্যাণ লাভের জন্যে যেসব কর্মসূচির কথা আমরা উল্লেখ করেছি, একজন মুসলিমকে এসব কর্মসূচি পালনের জন্যে পূর্ব থেকেই মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরি। বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহে রমযানের মহাকল্যাণ হাসিলের জন্যে অনেক আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। তিনি শা'বান, এমনকি রজব মাস থেকে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, রমযানের পূর্ণাঙ্গ সিয়াম সাধনার জন্যে সংকল্প গ্রহণ করতেন। তিনি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ •

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে রজব এবং শা'বান মাসে বরকত দান করো আর আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছে দাও।"

এই দোয়ার মাধ্যমেই মূলত তিনি রমযান মাসে সিয়াম সাধনার সংকল্প করে নিতেন।

আর এভাবে পূর্ব থেকে সংকল্প ও মানসিক প্রস্তুতি নেয়া থাকলেই কোনো কাজ সুন্দর, সুষ্ঠু ও পরিপাটিভাবে পালন করা সম্ভব হয়।

● মাসব্যাপী সিয়াম পালনের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করুন

১. মাহে রমযানের সময়কাল জানুন এবং দিন গুণুন

একজন মুসলিম মহা মর্যাদাপূর্ণ মাহে রমযানের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। তিনি দিনগুণতে থাকেন- কবে আসবে মাহে রমযান? কবে থেকে রোযা রাখবো? মুসলিমদের কাছে মাহে রমযানের আগমন ঠিক এরকম, যেমন: কারো আপনজন দূর বিদেশ থেকে প্লেনে করে বাড়ি ফিরছেন। এ দিকে বিমান বন্দরে এবং বাড়িতে তার স্বজনরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন- কখন এসে পৌছুবে প্লেন? কখন তিনি প্লেন থেকে নেমে আসবেন? কখন পৌছুবেন বাড়ি?

মুসলিমদের কাছে মাহে রমযানের আগমনের অপেক্ষাটাও হয়ে থাকে এরকম ব্যাকুলতা নিয়ে। রমযান মাস আমাদের আপনজনের মতোই।

সুতরাং ভালোভাবে জেনে রাখুন, আমরা যে ক্যালেন্ডার অনুসরণ করি সেই ক্যালেন্ডার অনুসারে কবে শুরু হতে যাচ্ছে রমযান মাস? অতপর দিন গণনা শুরু করুন আর মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকুন:

"হে আল্লাহ! শা'বান মাসে আমাদের বরকত দান করো আর আমাদের পৌছে দাও রমযান মাসে।"

২. রমযানে কোথায় অবস্থান করবেন তা আগেই স্থির করুন

আগেই স্থির করুন রমযানে আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? কর্মস্থলে? গ্রামের বাড়িতে? নাকি সফর করবেন বাইরে? অবস্থানের স্থান বা এলাকা অনুযায়ী আপনার রমযানের কর্মসূচি প্রণয়ন করুন এবং সেভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিন।

৩. সিয়াম পালনে পরিবারের সদস্যদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করুন

আপনার নিজের মানসিক প্রস্তুতির সাথে সাথে আপনার পরিবারের সদস্যদের, নিকটাত্মীয়দের এবং অধীনস্থদেরও মাহে রমযানকে স্বাগত জানানোর এবং পুরো মাস সিয়াম পালনের জন্যে মানসিকভাবে সচেতন ও প্রস্তুত করতে থাকুক।

এ উদ্দেশ্যে পারিবারিক বৈঠক করুন। পরামর্শ করুন। মাহে রমযান সঠিকভাবে পালনের পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কিছু কিছু করে দায়িত্ব বন্টন করুন।

৪. আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজ-বন্ধুদের সচেতন করুন

সবাইকে বলুন 'রমযান আসছে'; 'রোযা এসে যাচ্ছে'; 'রোযার আর মাত্র এতোদিন বাকি।' -এভাবে আপনার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, ও সমাজ-বন্ধুদের মাহে রমযানের সিয়াম পালনের ব্যাপারে পূর্ব থেকে সচেতন করতে থাকুন।

লোকদের সিয়াম শুরুর তারিখ জানানোর মধ্যেও রয়েছে নেকি এবং সওয়াব।

৫. অফিস-আদালত ও কাজ-কর্মের সময় পুন:নির্ধারণ করুন

একজন মুসলিমকে রমযান মাসে তার দৈনন্দিন জীবন ধারায় কিছু পরিবর্তন আনতে হয়, কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনতে হয়, সময়সূচিতে পরিবর্তন আনতে হয়।

তাকে পরিবর্তন আনতে হয়, তার নিদ্রা ও জাগৃতির সময়সূচিতে, তার বিশ্রাম ও পানাহারের সময়সূচিতে, তার অফিস আদালতের সময়সূচিতে, তার কার্যক্রমের সূচিতে, তার আবাস থেকে বের হওয়া এবং আবাসে ফিরে আসার সময়সূচিতে। তা ছাড়া এ মাসে তার কর্মসূচিতে যোগ করতে হয় কিছু কিছু নতুন কার্যক্রম। এ মাসে সে কমিয়ে আনে তার জাগতিক কার্যক্রম আর বাড়িয়ে দেয় তার ইবাদত-বন্দেগি ও পুণ্যকর্মের ফলগুধারা।

এ বিষয়গুলো সামনে রেখে আপনি আপনার গতানুগতিক জীবনধারার পরিবর্তন ও সময়সূচি রমযান আসার পূর্বেই পুন:নির্ধারণ করে নিন।

৬. প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন

রমযান শুরু হবার পূর্বেই এ মাসের জন্যে অর্থনৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। কয়েকটি কারণে এ মাসে একজন মুসলিমের অর্থ ব্যয় বেড়ে যায়। যেমন:

১. রোযাদারদের ইফতার করানোর কারণে।

২. বেশি বেশি দান-সদকা করার কারণে।

৩. মওজুতদার ও অসৎ ব্যবসায়ীদের দ্বারা দ্রব্যসামগ্রির মূল্য বৃদ্ধির কারণে।

৪. অনেকেই এ মাসে বার্ষিক যাকাত প্রদান করেন।

৫. ঈদুল ফিতর উদযাপনকে সামনে রেখে।

৬. ফিতরা আদায়ের কারণে।

সুতরাং এসব খাতে এবং কারণে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের জন্যে আপনিও প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

৭. বাজার স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে উদ্যোগ নিন

নীতি নৈতিকতার দিক থেকে আমাদের সমাজ পুরোপুরি সৎ ও স্বচ্ছ না হবার কারণে দেখা যায়, রমযান মাসেও খাদ্যে ভেজাল, মাপঝোপে হেরফের, ফটকা বাজারি, প্রতারণা ও মূল্যবৃদ্ধির অদম্য প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। ফলে রোজাদার জনগণকে প্রচুর ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

বাজার স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখার ক্ষেত্রে একজন সচেতন নাগরিক এবং একজন মুসলিম হিসেবে আপনারও রয়েছে বিরাট দায়িত্ব। আপনিও হয়তো একজন ব্যবসায়ী, আইনজীবি, ডাক্তার, সরকারি চাকুরিজীবি, প্রাইভেট চাকুরিজীবি, পুলিশ, সেনাসদস্য, কারখানার মালিক, কারিগর, শিক্ষক, ছাত্র, কিংবা কৃষিজীবি বা অন্য কোনো কর্মজীবি। বাজার স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখার ক্ষেত্রে আপনিও ভূমিকা পালন করুন।

আপনি নিজের অবস্থানে নিজে স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত থাকুন। অন্যদেরকেও স্বচ্ছতার ব্যাপারে সচেতন করুন, উৎসাহিত করুন, উদ্বুদ্ধ করুন। রমযান শুরু হবার আগে থেকেই একাজগুলো করুন।

৮. সিয়াম পালনের উপযোগী পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিন

মাহে রমযানের বিশেষ ও মহোত্তম পবিত্র মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে রমযান শুরু হবার আগে থেকেই সমাজে মানসিক ও বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এ উদ্দেশ্যে আগে থেকেই-

১. জনগণকে সচেতন করতে থাকুন।
২. মসজিদের খতিব ও ইমাম সাহেবগণ খোতবায় এবং নামাযের আগে পরে আলোচনা করুন।
৩. ঘরে, মসজিদে, অফিস আদালতে কুরআন ও হাদিসের সিয়াম সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসগুলোর ব্যাপক পাঠ ও আলোচনা করুন।
৪. রমযানের ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ করুন।
৫. লিফলেট ও বুকলেট ছেপে বিতরণ করুন।

৯. মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন

রমযান মাসে মুসলিমগণ মহান আল্লাহ প্রদত্ত অবারিত রহমত, মাগফিরাত ও নেকি হাসিলের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। পুরুষগণ দিনের এবং রাতের নামাযে ব্যাপকহারে মসজিদে আগমণ করেন। আমাদের দেশের

মসজিদগুলোতে, শহরে কম হলেও বিশেষ করে মফস্বলের মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও যৌথ উদ্যোগে মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে-

০১. স্থান সংকুলান না হলে স্থান সম্প্রসারণ করুন।
০২. অযু খানার সুব্যবস্থা করুন। অযুর পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখুন।
০৩. প্রস্রাবখানা/ টয়লেট ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখুন।
০৪. মসজিদে ফ্যান না থাকলে, ফ্যান লাগানোর ব্যবস্থা করুন।
০৫. ফ্যানের স্বল্পতা থাকলে সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।
০৬. বিদ্যুত লাইন না থাকলে বিদ্যুত লাইনের সংযোগ লাগান।
০৭. শহরের মসজিদগুলোতে যেখানে যেখানে সম্ভব এয়ার কন্ডিশনার লাগান।
০৮. মসজিদের জানালা দরজা ঠিকঠাক করে রাখুন।
০৯. মুসল্লিদের সুবিধার জন্যে চাটাই/চট/কার্পেট ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখুন।
১০. যারা ই'তেকাফ করবেন, তাদের সুন্দর ও সুরক্ষিত অবস্থানের জন্যে ভালো ব্যবস্থা রাখুন।

এগুলো এবং এ ধরনের আরো যেসব ব্যবস্থা প্রয়োজন ব্যক্তিগত উদ্যোগে যতোটা সম্ভব করুন। মসজিদ কমিটি এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এছাড়া আল্লাহ পাক যাদের বেশি তৌফিক দিয়েছেন তারা এগিয়ে আসুন।

১০. মসজিদে তারাবিহ্ বা রাতের নামাযের সুব্যবস্থা করুন

ব্যাপক সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে তারাবিহ্/ রাতের নামাযে ব্যাপক মুসল্লি সমাগম হয়। এ উদ্দেশ্যে-

১. সুন্দর সুললিত কণ্ঠে দীর্ঘ কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে হাফেযদের দ্বারা তারাবিহ পড়ানোর ব্যবস্থা করুন।
২. তারাবিহ্ নামাযে দ্রুত কুরআন পাঠ না করে ধীরে ধীরে তারতিলের সাথে পাঠের ব্যবস্থা করুন।
৩. যেদিন কুরআনের যে অংশ পাঠ হবে ইমাম সাহেব বা হাফেয সাহেব সেদিন নামায শুরুর আগেই সে অংশের অর্থ/মর্ম মুসল্লিদের শুনিয়ে দিন।

১১. মাহে রমযানকে স্বাগত জানান

শা'বান শেষে রমযানের চাঁদ দেখুন। একা একা দেখুন, দলবেঁধে দেখুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো।' তাই রমযানের চাঁদ দেখুন। এভাবে চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাহে রমযানকে স্বাগত জানান এবং পুরো মাস রোযা রাখার তৌফিক চেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

১২. সাহরিতে ঘুম থেকে জাগরণের ব্যবস্থা করুন

প্রথম প্রথম সাহ্‌রি খাবার জন্যে ঘুম থেকে জেগে উঠা অনেকের জন্যে সম্ভব হয়না। তাই লোকদের সাহরিতে জাগানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঘরে প্রবীনরা এ দায়িত্ব পালন করবেন। পাড়ায় মহল্লায় সামাজিকভাবে রোযাদারদের সাহরিতে জাগানোর জন্যে আহ্বানকারী দল গঠন করুন। ব্যক্তিগতভাবেও আহ্বান করা যায়। মসজিদের মাইক ব্যবহার করে আহ্বান করা যায়। সাইরেন বাজানো যায়। যেভাবেই হোক পরিবার ও সমাজের লোকেরা যেনো সাহ্‌রিতে জেগে উঠে সেই ব্যবস্থা করুন।

সুন্দরভাবে সিয়াম পালন এবং মাহে রমযানের রহমত বরকত মাগফিরাত লাভের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো করার জন্যেও প্রস্তুতি নিনঃ

১৩. কুরআন মজিদ অর্থসহ অন্তত একবার পাঠ করুন

রমযান মূলত কুরআন নাযিলেরই মাস। কুরআনের কারণেই মাহে রমযানের বিশাল মর্যাদা।

- মহান আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন?
- আমাদের জন্যে কী হিদায়াত, উপদেশ ও নির্দেশ কুরআনে দিয়েছেন?
- কুরআনে জীবন, জগত এবং ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন?
- কী উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন?
- মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

এসব বিষয় জানার জন্যে কুরআন মজিদ বুঝে পড়া অত্যন্ত জরুরি এবং অত্যাবশ্যক। আর একাজ শুরু করার জন্যে এবং ভালোভাবে করার জন্যে রমযান মাসই সবচাইতে উপযুক্ত। তাই-

০১. কুরআন বুঝার জন্যে প্রতি রমযান মাসে কমপক্ষে একবার অর্থসহ পুরো কুরআন পাঠ করুন।

০২. ভালো ও বিশুদ্ধ অনুবাদসহ একখানা কুরআন মজিদ সংগ্রহ করুন।

০৩. প্রতিদিন/কোন্‌দিন কতোটুকু পাঠ করবেন, পূর্বেই পরিকল্পনা করুন।

০৪. পাঠকালে জরুরি বিষয়গুলো নোট করুন।

০৫. কিছু কিছু অংশ পরিবারের সদস্যদের পাঠ করে শুনান।

০৬. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্যদের সাথে আলোচনা করুন।

০৭. অন্যদের কুরআন বুঝে পড়তে আহ্বান করুন।

১৪. হাদিস ও বিশুদ্ধ ইসলামি বই পড়ুন

মাহে রমযানকে কেন্দ্র করে হাদিস পড়ুন। আল হামদুলিল্লাহ, হাদিস গ্রন্থাবলি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। এ মাসে হাদিস গ্রন্থাবলি থেকে বিশেষভাবে সিয়াম অধ্যায় পাঠ করুন। এ ক্ষেত্রে আপনি পড়ার পরিধি কম করতে চাইলে কমপক্ষে মিশকাত শরীফ থেকে সিয়াম অধ্যায় পাঠ করুন। সম্ভব হলে এগুলো থেকে পাঠের পরিধি বাড়াতে পারেন- ২. রিয়াদুস সালেহীন, ৩. সহীহ্ মুসলিম, সহীহ্ বুখারি, ৫. তিরমিযি, ৬. আবু দাউদ।

এ সময় সিয়াম অধ্যায়ের সাথে সাথে যদি হাদিসের সালাত অধ্যায়ও পাঠ করে নিতে পারেন, সেটা হবে আপনার ইবাদত সংক্রান্ত সহীহ্ জ্ঞানের এক মূল্যবান ভান্ডার।

এ ছাড়া বইয়ের মধ্যে ফিকহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থের প্রথম খন্ড থেকে রোযা, নামায ও যাকাত অধ্যায় পাঠ করার চেষ্টা করুন। এটি পাঠ করলে হাদিসের আলোকে মাসায়েল জানার সাথে সাথে সকল ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ ইমাম মুজতাহিদগণের মতামতও জানা যাবে।

১৫. প্রথম রোযাকে পুণ্যশীলতায় সমৃদ্ধ করুন

প্রথম রোযা রমযান মাসের প্রবেশ দ্বার। এটি সুন্দর ও পুণ্যশীলতায় পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করুন, যাতে করে পরবর্তী রোযাগুলো প্রথমটির অনুসরণেই করতে পারেন। প্রথম রোযায় হাতে জাগতিক কাজ কম রাখার চেষ্টা করুন। বেশি বেশি সালাত আদায়, কুরআন হাদিস অধ্যয়ন, ইস্তেগফার, যিকির-আযকার, দোয়া প্রার্থনা ও উপদেশ-নসিহত প্রদানে সময় বেশি ব্যয় করার চেষ্টা করুন।

বেশি বেশি দান সদকা করুন, রোযাদারদের ইফতার করান। বেশি বেশি ভালো কাজ করুন। বাসায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একত্রে ইফতার করুন। পারিবারিক ইফতার অনুষ্ঠানে কুরআন হাদিস থেকে সিয়াম ও সালাত সম্পর্কে আলোচনা করুন। রমযান মাসে সবাইকে পুণ্যশীলতার কাজে নিয়োজিত থাকার বিষয়ে উপদেশ দিন এবং আলোচনা করুন।

সবাইকে নিয়ে দোয়া করে ইফতার করুন।

১৬. মসজিদগুলোতে প্রতিদিন ইফতারির আয়োজন করুন

আল্লাহর রোযাদার মেহমানরা, অসহায়, অভাবী, এতীম, পথিক ও দুস্থ লোকেরা যেনো মসজিদে ইফতার করতে পারেন- আল্লাহর ঘর মসজিদে মাসব্যাপী সে ব্যবস্থা রাখুন।

এক্ষেত্রে কমিটি, খতিব সাহেব, ইমাম সাহেব অগ্রণী ভূমিকা পালন করুন। সামর্থবান মুসল্লি ও রোযাদার ব্যক্তিগণ সহযোগিতা করুন।

মাসব্যাপী মসজিদভিত্তিক ইফতার আয়োজন সফল করার জন্যে আপনি আর্থিক সহযোগিতা করুন। সম্ভব হলে ইফতার সামগ্রি প্রস্তুত করে, কিংবা ক্রয় করে মসজিদে পাঠান।

এভাবে যারা এই ইফতারিতে শরিক হবেন তাদের রোযার অনুরূপ সওয়াব আপনিও লাভ করবেন।

১৭. নিজ উদ্যোগে রোযাদারদের ইফতার করান

আপনি নিজেও প্রতিদিন কিংবা মাঝে মাঝে আপনার ঘরে, আবাসে বা অফিসে অন্য রোযাদারদের ইফতারির আমন্ত্রণ জানান। এতে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং অভাবী ও মুসাফিরদের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

এছাড়া এই মর্যাদাবান মাসে আন্তরিকভাবে নিম্নোক্ত কাজগুলো করুনঃ

১৮. নিয়মিত কিয়ামুল লাইল বা তারাবিহ্‌তে শরিক হোন।

১৯. পুরো মাসে বেশি বেশি দান-সদকা করুন।

২০. রমযান মাসেই বার্ষিক যাকাত হিসেব করে আদায় করার চেষ্টা করুন।

২১. রমযান মাসে আপনার চাকর-চাকরানী ও কর্মচারীদের কার্যভার যতোটা সম্ভব হালকা করে দিন।

২২. এ মাসে বিভিন্ন উপায়ে বেশি বেশি মানব সেবা করার চেষ্টা করুন।

২৩. সব ধরনের ঝগড়া-বিবাদ ও হানাহানি থেকে বিরত থাকুন এবং অন্যদের বিরত রাখার চেষ্টা করুন।

২৪. কাউকে গালি দেবেন না। কেউ গালি দিলে কিংবা বিবাদে জড়াতে চাইলেও আপনি দুইবার বলুন- 'আমি রোযাদার' অতপর নিরব থাকুন।

২৫. আপনি নিজে মিথ্যা, অসত্য, অন্যায়, প্রতারণা ও ধোকাবাজি পরিহার করুন। অন্যদেরকেও এগুলো থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করুন।

২৬. হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ও দ্বিমুখী নীতি পরিহার করুন।

২৭. ভালো কাজে সহযোগিতা করুন এবং উদ্বুদ্ধ করুন।

২৮. সম্ভাব্য সকল উপায়ে মন্দ কাজে বাধা দিন এবং সকল মন্দ কাজকে ঘৃণা করুন।

২৯. খাদ্য দ্রব্যের দাম কমাতে সহযোগিতা করুন এবং ভূমিকা পালন করুন।

৩০. খাদ্য দ্রব্য ভেজালমুক্ত রাখতে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন।

৩১. সামাজিকভাবে সিয়াম, সালাত ও যাকাত সংক্রান্ত আলোচনা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করুন।

৩২. মসজিদগুলোতে ইফতারের সময় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করুন।

৩৩. রমযান মাসেই আপনার সন্তানদের কুরআন পাঠ শিক্ষা দিন। নামায শিক্ষা দিন। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করুন।

৩৪. যাদের কাছে অর্থসহ/বঙ্গানুবাদ কুরআন নেই, তাদের কাছে বঙ্গানুবাদ কুরআন পৌছান। এটা হবে আপনার সর্বোত্তম সওয়াবের উপহার।

৩৫. এ মাসে বিশেষ করে সুস্থ থাকার উপযোগী ইফতার ও খাদ্য গ্রহণ করুন।

৩৬. যতো বেশি সম্ভব নফল ইবাদত করুন।

৩৭. মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করুন।

৩৮. রহমত ও মাগফিরাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্যে সদা তৎপর থাকুন।

৩৯. সম্ভব হলে শেষ দশদিন ই'তেকাফ করুন।

৪০. পুরো মাস হৃদয়টাকে মসজিদের সাথে বেঁধে রাখুন।

৪১. ঈদুল ফিতরের প্রস্তুতি নিন।

৪২. সালাতুল ঈদের পূর্বেই ফিতরা আদায় করে দিন।

৪৩. ব্যক্তিগতভাবে গরিব-দু:খীদের ঈদের আনন্দে শরিক করার চেষ্টা করুন।

৪৪. ঈদের সালাতে শরিক হোন। এক পথে যান, অন্য পথে ফিরে আসুন।

৪৫. পুরো বছর সিয়াম পালনের সওয়াব হাসিলের জন্যে শাওয়াল মাসে ছয়টি নফল রোযা রাখুন।

• • •

তৃতীয় অধ্যায়

সিয়ামের মাসায়েল

১. প্রশ্নঃ রমযান মাস প্রমাণ/নির্ণয় করার সঠিক পন্থা কী?

জবাবঃ রমযান মাসের সূচনা প্রমাণ করার উপায় তিনটিঃ

১. শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া। শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হবার সাথে সাথেই রমযান মাস শুরু হয়ে যাবে। কারণ, চন্দ্র মাস ত্রিশ দিনের বেশি হয়না।

২. চাঁদ দেখা। শা'বান মাসের ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখতে হবে। যদি আকাশে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে রমযান মাস শুরু হবে। কমপক্ষে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন একজন বিশ্বস্ত মু'মিন ব্যক্তি চাঁদ দেখেছেন বলে সাক্ষ্য দিতে হবে।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ (রমযান মাস সমাপ্ত) করো। যদি চাঁদ দেখতে না পাও, সে ক্ষেত্রে শাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করো। (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, লোকেরা চাঁদ দেখাদেখি করলো (কিন্তু তারা কেউ চাঁদ দেখেনি, আমি দেখলাম)। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালাম, 'আমি চাঁদ দেখেছি।' তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখলেন এবং সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। (আবু দাউদ, হাকিম, ইবনে হিব্বান)

৩. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রমযান মাস নির্ধারণ। মহাকাশ বিজ্ঞানের (জ্যোতিষ শাস্ত্রের) ভিত্তিতে পৃথিবীতে চাঁদ দেখা যাবার তারিখ পূর্ব থেকেই জানা যায়। সে হিসেবে সারা পৃথিবীতে এককভাবে একই দিন রমযান মাস ও রোযা শুরু করা যায়।

শেষোক্ত পদ্ধতিটিও হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তবে -এ পদ্ধতি এখনো আমাদের দেশে সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি।

২. প্রশ্নঃ রোযা ফরয হবার শর্ত কি কি?

জবাবঃ রোযা ফরয হবার শর্তাবলি হলোঃ

০১. বালেগ (বুঝ-বুদ্ধি) হওয়া।

০২. মুসলিম হওয়া।

০৩. সজ্ঞান হওয়া। কারণ, পাগল, অজ্ঞান ও অচেতন ব্যক্তির উপর কোনো ফরয বর্তায়না।

০৪. শারীরিক সামর্থ থাকা। যেমন অতি বৃদ্ধ ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তদের জন্যে ফরয নয়।

০৫. শরয়ী সামর্থ থাকা। যেমন হায়েয-নেফাস থেকে মুক্ত হওয়া।

৩. প্রশ্নঃ রোযার ফরয কয়টি ও কি কি?

জবাবঃ রোযার ফরয দুইটিঃ

১. ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা।

২. রোযা রাখার নিয়্যত বা সংকল্প করা। অর্থাৎ যেদিন রোযা রাখবেন, সেদিনকার রোযা রাখার নিয়্যত করবেন। সহীহ্ মত হলো, দুপুরের আগেই নিয়্যত করতে হবে। নিয়্যত মুখে বলার প্রয়োজন নেই। মনে মনে সংকল্প করলেই যথেষ্ট। তবে মুখে বললেও ক্ষতি নেই।

৪. প্রশ্নঃ রোযা কয় প্রকার ও কি কি?

জবাবঃ রোযা চার প্রকারঃ ১. ফরয রোযা, ২. হারাম রোযা, ৩. মুস্তাহাব রোযা, ৪. মকরূহ রোযা।

রমযানের রোযা ফরয। এ মাসের রোযা কাযা করলেও তা ফরয। কাফ্ফারা এবং মান্নতের রোযাও ফরয। অবশ্য শেষোক্ত দুটি কোনো কোনো মযহাবের মতে ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা হারাম। ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিন রোযা রাখা হারাম।

প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব। মহরম মাসের ৯ ও ১০ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব। যিলহজ্জের ৯ তারিখে (যারা হজ্জে গমন করেনি তাদের জন্যে) রোযা রাখা মুস্তাহাব। শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব। মুস্তাহাব রোযাকে কোনো কোনো মযহাবে সুন্নত রোযাও বলা হয়। এর বাইরে রোযা রাখলে তা হবে নফল রোযা।

৫. প্রশ্নঃ কাদের উপর রোযা রাখা ফরয নয়?

জবাবঃ যাদের উপর রোযা রাখা ফরয নয়, তারা হলোঃ

০১. মাসিক চলাকালে নারীদের উপর রোযা ফরয নয়। (কাযা করা ফরয)

০২. নিফাস চলাকালে নারীদের উপর রোযা ফরয নয়। (কাযা করা ফরয)

০৩. উম্মাদ।
০৪. নাবালেগ শিশু কিশোর।
০৫. রোগী।
০৬. মুসাফির। (কাযা করা ফরয)
০৭. গর্ভবতী।
০৮. স্তন্যদানকারী মা।
০৯. অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা।
১০. অমুসলিম।

৬. প্রশ্ন: কাদের উপর রোযা ভাঙ্গলে কাযা করা ফরয?

জবাব: ১. যারা হায়েয ও নিফাসের কারণে রোযা ভেঙ্গেছে, তাদের উপর রোযার কাযা দেয়া (পূরণ করা) ফরয। এই দুই কারণে রোযা ভাঙ্গাও ফরয, কাযা দেয়াও ফরয। মুয়াযা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: 'মাসিকের কারণে বাদ দেয়া রোযা কাযা করা ফরয, কিন্তু একই কারণে বাদ যাওয়া নামায কাযা করার ফরয নয় কেন? 'তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন: 'তুমি কি খারেজি? (উল্লেখ্য, খারেজিরা সব ব্যাপারে যুক্তি খুঁজে বেড়ায়, এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও)। আমি বললাম: 'না আমি খারেজি নই। তবে আমি বিষয়টি জানার জন্যে প্রশ্ন করেছি।' তখন উম্মুল মুমিনীন বললেন: "কারণ আর কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাসিকের কারণে ভঙ্গ হওয়া রোযা কাযা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর নামায কাযা দেয়ার নির্দেশ দেননি।" (সহীহ মুসলিম)

২. সফরে যারা রোযা ভাংবেন, তাদের উপরও রোযার কাযা দেয়া ফরয।

৩. সাময়িক রোগের কারণে যারা রোযা ভাংবেন তাদের উপরও রোযা কাযা দেয়া ফরয।

৪. হানাফি মযহাবের মতে, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েরা রোযা ভাংলে তাদেরকে সেই রোযার কাযা দিতে হবে।

৭. প্রশ্ন: কারা রোযা ভাংতে পারবে এবং ভাংলে ফিদিয়া দিলেই চলবে?

জবাব: যাদের জন্যে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তবে ফিদিয়া দিতে হবে, তারা হলো:

১. অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলা। তাদের জন্যে রোযা না রেখে ফিদিয়া দেবার অনুমতি রয়েছে। তবে ইমাম মালেক ও ইবনে হাযমের মতে তাদের রোযা কাযাও করতে হবেনা, ফিদিয়াও দিতে হবেনা।

২. সেইসব রোগী যাদের পক্ষে রোযা রাখা অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং ভবিষ্যতেও রোগ নিরাময়ের আশা নেই।

৩. সেই সব শ্রমিক, যারা সারা বছর চরম কষ্টকর শ্রমে নিয়োজিত থাকে এবং এছাড়া যদি তাদের রোজগারের অন্য কোনো সুযোগ না থাকে।

৪. গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা, যদি তারা নিজের ও সন্তানের জীবনহানি, কিংবা চরম স্বাস্থ্যহানির আশংকা করে। -এটা ইবনে আব্বাস রা.-এর মত। তিনি সূরা বাকারা ১৮৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় এমত দিয়েছেন।

তবে হানাফি মযহাবের মতে, তারা ফিদিয়া দেবেনা, রোযা কাযা করবে।

৮. প্রশ্নঃ ফিদিয়া কী? ফিদিয়া কিভাবে দিতে হবে?

জবাবঃ কুরআন এবং হাদিসে বিভিন্ন কারণে কিছু লোককে রোযা রাখা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে রোযা না রাখার কারণে ফিদিয়া দিতে বলা হয়েছে। ফিদিয়া হলোঃ

যাকে রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তিনি প্রতিটি রোযার জন্যে একজন মিসকিন (অভাবী) ব্যক্তিকে দু' বেলা আহার করাবেন। আহার করাবেন সামর্থ অনুযায়ী কিংবা মধ্যম ধরণের।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, খাওয়ানোর পরিবর্তে খাবার মূল্য দিয়ে দিলে হবে কিনা? -এর জবাবে আমরা বলবো, না তা হবেনা। খানাই খাওয়াতে হবে। তবে যদি মূল্য দিতে চান, তা দিয়ে খাবার কিনে দেবেন, অথবা খাবার কেনা নিশ্চিত করবেন, যা ঐ নির্দিষ্ট মিসকিন (অভাবী ব্যক্তি) আহার করবেন।

৯. প্রশ্নঃ রোযার কাফ্ফারা কী? কি কারণে কাফ্ফারা দিতে হয়?

জবাবঃ এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করা হলোঃ

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে নিবেদন করলোঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে?"

সে বললোঃ "আমি রমযান মাসে রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করেছি।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তোমার কি একটি দাস/দাসী মুক্ত করবার সামর্থ আছে?"

লোকটি বললোঃ "জী-না।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তুমি কি অবিরাম দুই মাস রোযা রাখতে পারবে?"

সে বললোঃ "জী-না।"

তিনি জানতে চাইলেনঃ "তবে কি তুমি ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে পারবে?"

লোকটি বললোঃ "জী-না।"

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি রসূলুল্লাহর দরবারে বসে থাকা অবস্থায়ই কোথাও থেকে তাঁর দরবারে এক ঝুড়ি খেজুর হাদিয়া এলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরসহ ঝুড়িটি তার হাতে দিয়ে বললেনঃ تَصَدَّقْ بِهٰذَا "এগুলো নিয়ে গিয়ে দান করে দাও।"

লোকটি আরয করলোঃ "এগুলো কি আমার চাইতেও অধিক দরিদ্রকে দান করবো? এ শহরে তো আমার চাইতে অধিক দরিদ্র কোনো পরিবার নেই।"

লোকটির কথায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন, অতপর বললেনঃ "তবে নিয়ে যাও, এগুলো তোমার পরিজনকে নিয়ে খেতে দাও।"-এ হাদিসটি সিহাহ সিত্তার ছ'টি গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে।

(হাদিসে যে ঝুড়ির কথা উল্লেখ হয়েছে তাতে সম্ভবত পনের সা' অর্থাৎ ষাট মুদ খেজুর ধরতো এবং প্রতি মিসকিনকে একমুদ করে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানো যেতো।)

হাদিস থেকে বুঝা গেলো, রমযান মাসে রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করলে রোযার কাফ্ফারা দিতে হবে। কাফ্ফারা হলোঃ

১. একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা। কিন্তু যদি দাস বা দাসী না থাকে,

২. তবে অবিচ্ছিন্নভাবে দুই (চন্দ্র) মাস রোযা রাখতে হবে। কিন্তু এটা যদি অতিশয় কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে-

৩. ষাটজন মিসকিনকে (অভাবীকে) আহার করাবে। অর্থাৎ ষাটটি রোযার প্রতি দিনের জন্যে একজনকে আহার করাবে।

হানাফি মযহাব অনুযায়ী কাফ্ফারা দেয়ার প্রক্রিয়া হবে হাদিসে উল্লেখিত ক্রম ধারার ভিত্তিতে।

কিন্তু ইমাম আহমদের মতে, হাদিসে উল্লেখিত তিনটি বিষয় একটি আরেকটির বিকল্প নয়, বরং তিনটির যে কোনোটি করলেই কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।

১০. প্রশ্নঃ হাঁপানী রোগীরা রোযা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করতে পারবে কি?

জবাবঃ হ্যাঁ, রোযা রেখে ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ইনহেলারে রোযা ভঙ্গ হবার মতো কিছু নেই। (এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে আমাদের বই 'জানতে চাই' দেখুন, প্রশ্ন নম্বর- ১৯১)

১১. প্রশ্নঃ রোযা রেখে ইনজেকশন দেয়া যাবে কি এবং ইনসুলিন নেয়া যাবে কি?

জবাবঃ হ্যাঁ, রোযা রেখে গ্লুকোজ সেলাইন ও পুষ্টি জাতীয় ছাড়া অন্যান্য ইনজেকশন দেয়া যাবে। ডায়াবেটিস রোগীরা ইফতারের পূর্বে ইনস্যুলিন নিতে পারবেন। এতে রোযার ক্ষতি হবেনা।

১২. প্রশ্নঃ রোযা রেখে কাউকেও রক্তদান করা যাবে কি?

জবাবঃ রোযা রাখা অবস্থায় অধিক পরিমাণ রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই রোযা অবস্থায় রক্ত দান করা যাবেনা।

১৩. প্রশ্নঃ মেডিকেল টেস্টের জন্যে ল্যাব-এ রক্ত দিলে রোযা নষ্ট হবে কি?

জবাবঃ রোযাদারের শরীর থেকে অল্প পরিমাণ রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হয়না। সে হিসেবে মেডিকেল টেস্টের জন্যে ল্যাব-এ রক্ত দিলে রোযা নষ্ট হবেনা।

১৪. প্রশ্নঃ রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগালে রোযা ভঙ্গ হবে কি?

জবাবঃ হানাফি ও শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ী রোযাদার চোখে সুরমা লাগালে তার রোযা ভঙ্গ হবেনা।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম মালেকের মতে কণ্ঠনালীতে সুরমার স্বাদ অনুভূত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১৫. প্রশ্নঃ রোযাদাররা, চোখ, নাক ও কানে ঔষধের ড্রপ দিতে পারবে কি?

জবাবঃ হ্যাঁ রোযা রেখে নাক, কান ও চোখে ঔষধের ড্রপ ব্যবহার করতে পারবেন। ঔষধ মুখে বা গলায় চলে এলে না গিলে বাইরে থুথু ফেলবেন।

১৬. প্রশ্নঃ রোযা রেখে খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করা যাবে কি?

জবাবঃ হ্যাঁ, প্রয়োজনের কারণে (রাঁধুনিদের) খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করা এবং বাচ্চাদের শক্ত খাবার চিবিয়ে দেয়া জায়েয। বিনা প্রয়োজনে এমনটি করা মাকরূহ।

১৭. প্রশ্ন: রোযা রেখে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে চুমু খেতে পারবে কি?

জবাব: হ্যাঁ, রোযা রেখে স্ত্রীকে চুমু খাওয়া, আলিঙ্গন করা জায়েয। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. এবং উম্মে সালামা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তাঁর স্ত্রীদের চুমু খেতেন। (বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থ)

কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন চুমু খাওয়া মাকরূহ। তবে এর ফলে বীর্যপাত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১৮. প্রশ্ন: গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় ভোর হলে তার বিধান কি?

জবাব: রোযাদার যদি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে, তবে তার বিধান কি? এ প্রসংগে দু'টি হাদিস উল্লেখ করা হলো:

১. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রমযান মাসে রসূলুল্লাহ সা. -এর এমন বহুবার হয়েছে যে, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তাঁর সকাল হয়েছে এবং তা স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং স্ত্রী সহবাসের কারণে। অতপর তিনি (সকালে শয্যা ত্যাগ করে) গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। (সহীহ মুসলিম)

২. উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: অনেক সময় গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় রসূলুল্লাহ সা.-এর সকাল হতো। স্বপ্নদোষের কারণে নয়, স্ত্রী সহবাসের কারণেই তাঁর উপর গোসল ফরয হতো। তা সত্ত্বেও তিনি রোযা ত্যাগ করতেন না এবং সেই রোযার কাযাও দিতেন না। (সহীহ মুসলিম)

ইমাম নববী লিখেছেন, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় সকাল হলে রোযা সহীহ হবে কিনা এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিলো, পরবর্তী কালে তা দূর হয়ে গেছে। এমনকি বলা হয়ে থাকে, এরূপ ব্যক্তির রোযা যে সহীহ হবে, সে ব্যাপারে আলিমদের ইজমা (ঐক্য) হয়েছে। মূলত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা এবং উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা রা. বর্ণিত হাদিস সকল মতপার্থক্যের বিপক্ষে প্রামাণ্য দলিলের মর্যাদা রাখে।

সমাপ্ত

আবদুস শহীদ নাসিম
লিখিত কয়েকটি বই

মৌলিক রচনা

আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ
আল কুরআন: সহজ বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ
কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
আল কুরআন আত্ তাফসির
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
আল কুরআন: বিশ্বের সেরা বিস্ময়
আল কুরআন কি ও কেন?
জানার জন্যে কুরআন মানার জন্যে কুরআন
আল কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপায়
Ways to Pay Homage to Al- Quran
আল কুরআনের দু'আ
কুরআন ও পরিবার
হাদিসে রসূল সুন্নতে রসূল
সিহাহ সিত্তার হাদিসে কুদসি
হাদিসে রসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
উম্মুস সুন্নাহ হাদিসে জিবরিল
বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠ জীবন
আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.
নবীদের সংগ্রামী জীবন
বিশ্ব নবীর চুক্তি ও ভাষণ
ঈমানের পরিচয়
ঈমান ও আমলে সালেহ
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা
আসুন আমরা মুসলিম হই
মুক্তির পথ ইসলাম
নামাযের সহীহ পদ্ধতি
মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন
ইসলাম ও মানবতা
ইসলামের পারিবারিক জীবন
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
তাকওয়া
পবিত্র জীবন
মুসলিম পুরুষ ও নারীর পোষাক
নফস কলব হাওয়া
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
মুসলিম সমাজে প্রচলিত ১০১ ভুল
সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক ভিত্তি
ইসলামে জ্ঞান চর্চা
মানুষের চিরশত্রু শয়তান
যিকির দোয়া ইস্তেগফার
কুরআনে আঁকা জান্নাতের ছবি
কুরআনে জাহান্নামের দৃশ্য
কুরআনে হাশর ও বিচারের দৃশ্য
কুরআন ও রমযান
সিয়াম: সিয়ামের প্রস্তুতি ও মাসায়েল
রমযানের শিক্ষায় সুন্দর জীবন গড়ার উপায়
শাফায়াত
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
ইসলামি অর্থনীতিতে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
ইসলামি শরিয়া: কি? কেন? কিভাবে?
ইসলাম সম্পর্কে অভিযোগ আপত্তি: কারণ ও প্রতিকার
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
জানতে চাই
জীবন যৌবন সাফল্য
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
মুমিনের জীবনে শোকর ও সবর
সবরের পথ
শাহাদাত
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআনের আলো
হাদিসের আলো
সীরাতুন্নবী মুহাম্মদ সা.
সুখের সন্ধানে
বিপ্লব হে বিপ্লব (কাব্যগ্রন্থ)

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদিস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)
বসন্তের দাগ (গল্প)

অনূদিত কয়েকটি বই

আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
যাদে রাহ
এন্তেখাবে হাদিস
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
মহিলাদের রোযা ও ই'তেকাফ
মহিলাদের হজ্জ ও উমরা
মহিলা ফিক্হ ১ম ও ২য় খণ্ড
ফিকহুস সুন্নাহ ১ম -৩য় খণ্ড
রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড ও অন্যান্য খণ্ড
ইসলামের জীবন চিত্র
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান
আল কুরআনের অর্থনৈতিক নীতিমালা
ইসলামি দাওয়াতের পথ
দাওয়াতে ইলাল্লাহ দা'য়ী ইলাল্লাহ
ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার
সীরাতে রসূলের পয়গাম
ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম
যুগ জিজ্ঞাসার জবাব
মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.

এছাড়াও আরো অনেক বই